উত্তরবঙ্গ

বিমান মাশুল প্রতিকপি : ত্রিপুরা, অসম ১ টাকা।
সংবাদ প্রতিদিন, মঙ্গলবার ৯ মে ২০২৩

দার্জিলিং ■ কালিম্পং ■ জলপাইগুড়ি ■ আলিপুরদুয়ার ■ কোচবিহার ■ উত্তর দিনাজপুর ■ দক্ষিণ দিনাজপুর ■ মালদহ

অভিভাবক হারাল গয়েরকাটা, না ফেরার দেশে 'কালবেলা'র স্রষ্টা

কানাই চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গয়েরকাটায় সমরেশ মজুমদার।

বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি : 'এপ্রিলে যাব। থাকব কয়েক দিন। তোরা আমার জন্য কয়েক কাঠা জমি দেখ। বাড়ি করব। আমি ওখানেই থাকব।'

১০ মার্চ জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ফোনে ধরতে ওপার থেকে ভেসে আসে রাশভারী কণ্ঠস্বর। কিন্তু ইচ্ছে পূরণ হল না। ডুয়ার্সের 'গয়েরকাটা'-কে অভিভাবকহীন করে না-ফেরার কালপুরুষের দেশে চলে গেলেন কালবেলার স্রষ্টা সমরেশ মজুমদার। সোমবার বিকেলের পর থেকে শোকের ছায়া কালজয়ী উপন্যাস 'কালবেলা', 'কাল পুরুষ'-এ 'স্বর্গছেড়া' চা বাগান নামে বিশ্বে পরিচিত গয়েরকাটা চা বাগানের বাবু ও শ্রমিক মহলে। গয়েরকাটা জনপদেও। সেদিন সমরেশবাবুর কথা শুনে যতটা খুশিতে ছিলেন, এদিন থেকে ঠিক ততটাই আঁধারে তলিয়ে কথাশিল্পী, অভিনেতা, গয়েরকাটার ভূমিপুত্র কানাই চট্টোপাধ্যায়। কেন এমনটা হবে না? প্রয়াত অর্জুন গোয়েন্দা স্রষ্টা সমরেশ মজুমদারের বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার গয়েরকাটা চা বাগানের একজন বাবু ছিলেন যে! এখন যেখানে 'গয়েরকাটা রিডিং ক্লাব' সেখানেই এক সময় ছিল প্রাইমারি স্কুল। ওখানেই লেখাপড়া শুরু সমরেশবাবুর। লেখকের সহপাঠী ছিলেন কানাইবাবুর দাদা। সেই সূত্রে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা। তাঁর কালজয়ী উপন্যাসে সরিত শেখরের কথা মনে আছে? কানাইবাবু জানান, ''সমরেশবাবু ওই চরিত্র তার বাবাকে নিয়েই নির্মাণ করেছিলেন।'' ১৯৪২ গয়েরকাটায় জন্ম। এরপর জলপাইগুড়ি হয়ে কলকাতায় পাড়ি জমালেও ভোলেননি আংরাভাসা নদী, চা বাগান, সেখানকার জনজীবনের কথা। 'কালবেলা', 'কালপুরুষ', উত্তরাধিকার' উপন্যাসে সেকথা বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। কানাইবাবু বলেন, ''গয়েরকাটা তো বটেই। গোটা ডুয়ার্সকে উপন্যাসের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন সমরেশবাবু। তাই আমরা অভিভাবক হারালাম।'' 'কালবেলা' উপন্যাস নিয়ে সিনেমা তৈরি করেন পরিচালক গৌতম ঘোষ। সাহিত্যকৃতির জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার সহ একাধিক সম্মান পেয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে সমরেশবাবু 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মান পান। এছাড়াও ছিল সাহিত্য অকাদেমি অ্যাওয়ার্ড, আনন্দ পুরস্কার, বিএফজেএ পুরস্কারসহ অজস্র সম্মান। এরপরও ভোলেননি গয়েরকাটাকে।

কানাইবাবু জানান, উনি 'মানবিক' নামে একটি বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুলতে চেয়ে জমির খোঁজ করতে বলেছিলেন। জানিয়েছিলেন ওই আশ্রমে অসহায় চা শ্রমিকরা থাকবেন। কিন্তু শরীর সায় না দেওয়ায় সেটা গড়ে তোলা হয়ে ওঠেনি। শুধু কি তাই! গয়েরকাটায় ছোট্ট একটি বড়ি তৈরির খুব ইচ্ছে ছিল সমরেশবাবুর। কানাইবাবুদের মাঝেমধ্যে ফোন করে জানতে চাইতেন, 'কিরে জমি দেখেছিস! তাড়াতাড়ি কর। কবে বাড়ি তৈরি করব!' গত ফেব্রুয়ারিতে অশোক বিশ্বনাথন এসেছিলেন সমরেশবাবুর উপরে একটি ফ্লিমের শুটিংয়ের কাজে। কানাইবাবু স্বয়ং ছবির অভিনেতা। কিছুদিনের মধ্যে রিলিজ করবে। কিন্তু সমরেশবাবুর দেখা হল না।

শেষ বয়সে নিজের শহর ফেরা হল না সমরেশের

শান্তনু কর

জলপাইগুড়ি : শেষ বয়সে সবুজ শহরে ফেরার ইচ্ছে ছিল তাঁর। ২৮ বছর আগে ৫১ বছরের 'কালবেলে'র লেখকের ইচ্ছের কথা মনে পড়তেই চোখ ঝাপসা হয়ে এল জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়া পাঠাগারের সহ সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তপন ঘোষের।

১৯৯৫ সালে বাবুপাড়া পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে নিজের শহরে এসেছিলেন 'উত্তরাধিকার'-এর লেখক সমরেশ মজুমদার। জলপাইগুড়ি জেলার গয়েরকাটা চা বাগানে জন্ম হলেও সমরেশের বেড়ে ওঠা এই শহরেই। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়াশোনা। আর বাবুপাড়া পাঠাগারই ছিল 'কালপুরুষ'-এর লেখকের বই সমুদ্রে ডুব দেওয়ার প্রথম ঠিকানা। বাবুপাড়া পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের স্মারক পত্রিকায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সমরেশ মজুমদার লিখেছেন, 'আমার বাড়ি তিস্তার পাশে হাকিম পাড়ায়। বাড়িতে গল্পের বই পড়ার রেওয়াজ ছিল না। অভ্যেসটা করিয়ে দিয়েছিল পাড়ার কৃষ্ণা দি।

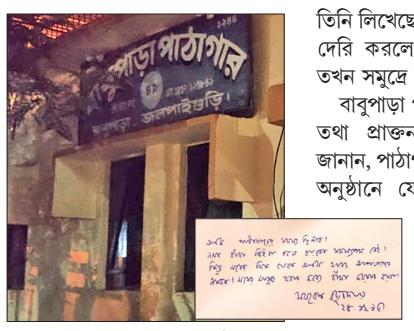

লেখকের প্রিয় বাবুপাড়া পাঠাগার। (পাশে) সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমরেশের শুভেচ্ছাপত্র।

ক্লাস সিক্সেই 'যখের ধন' আর নীহাররঞ্জন। অনেক পড়ে যখন নীহাররঞ্জনের খুব ঘনিষ্ঠ, তখন তাঁকে বলেছি, কিভাবে পড়ার বইয়ের নিচে রেখে তাঁর বই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম। কিন্তু কৃষ্ণদির স্টক ফুরিয়ে যাওয়ার পর ফাঁপড়ে পড়তাম। এদিকে তখন তো বই পড়ার নেশা ধরে গিয়েছে আমার। এরপর কে বলেছিল বা নিয়ে গিয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই, তবে বাবুপাড়া পাঠাগারে উপস্থিত হয়েছিলাম।' এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'ওরা পাঠাগার খুলতে দেরি করলে খুব রাগ হত। আমার তখন সমুদ্রে ডুব দেওয়ার অবস্থা।'

বাবুপাড়া পাঠাগারের সহ সম্পাদক তথা প্রাক্তন শিক্ষক তপন ঘোষ জানান, পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি স্মারক পত্রিকার জন্য 'আমি কৃতজ্ঞ' নামে এই লেখাটি লিখেছিলেন সমরেশ মজুমদার। ওই অনুষ্ঠানে এসে দীর্ঘ সময় পাঠাগারে বসে আড্ডা দেন উনি। সেখানেই ছেলেবেলার গল্প। গয়েরকাটা চা বাগান, আঙরাভাসা, ডুডুয়া, গিলান্ডি নদী, জেলা স্কুলের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি শেষ বয়সে ছেলেবেলার শহরে ফিরে আসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন লেখক।

তপন ঘোষ বলেন, ''অপেক্ষায় ছিলাম। উনি ঠিক ফিরে আসবেন। পাঠাগারে এসে আবার আড্ডা জমাবেন। অনেক গল্প শুনতে পাব। কিন্তু সে সব এখন অতীত। এদিন সন্ধ্যায় দুঃসংবাদটা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিলাম পাঠারের আলো।''

দম্পতির আত্মহত্যা

আদালতের নির্দেশে স্বস্তিতে সৈকত, প্রশ্নের মুখে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আদালতের নির্দেশে আপাতত স্বস্তি সৈকতের। তবে তদন্ত নিয়ে কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়তে হল পুলিশকে।

গত ১ এপ্রিল আত্মহত্যা করেন জলপাইগুড়ির পাণ্ডাপাড়ার বাসিন্দা সুবোধ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্য। বাড়ি থেকে একটি সুইসাইড নোট ও উদ্ধার করে পুলিশ। তাতে তাঁদের মৃত্যুর জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা যুব তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায়-সহ চারজনকে দায়ী করে যান দম্পতি। ঘটনার পর দিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সুবোধবাবুর দিদি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। পরে পুলিশের তদন্তে আস্থা হারিয়ে সিবিআই চেয়ে আবেদন করেন শিখাদেবী। এদিকে গ্রেফতার এড়াতে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন তৃণমূলের যুব সভাপতি তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়।

সোমবার পৃথক দু'টি আবেদনের শুনানি ছিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে। জামিনের আবেদনের মামলায় এদিন ডিভিশন বেঞ্চে রক্ষাকবচ পেয়ে যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। তার আইনজীবী সন্দীপ দত্ত জানান, ডিভিশন বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে ৯ জুন পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত আদালতের নির্দেশছাড়া সৈকত চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিশ। আদালতের এই নির্দেশে কার্যত স্বস্তিতে সৈকত চট্টোপাধ্যায়। জানান, আদালতের উপর ভরসা ছিল, আছে, থাকবেও। একইসঙ্গে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তাঁকে এই মামলায় যুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে সিবিআইয়ের আবেদনের দীর্ঘসময় ধরে শুনানি চলে এদিন সিঙ্গল বেঞ্চে। তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে এদিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কোতোয়ালি থানার তদন্তকারী অফিসারকে। অভিযুক্তদের নোটিশ দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু নোটিশ পাওয়ার পরেও যারা আসেনি, তাদের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নিয়েছে তদন্তকারী অফিসার, তা জানতে চায় আদালত। দীর্ঘ শুনানির পর আদালত বুধবার এই মামলার দিন ধার্য করেছে বলে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সহকারী সরকারি আইনজীবী অদিতিশঙ্কর চক্রবর্তী জানিয়েছেন।

১৬২তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কের রবীন্দ্র মূর্তি ও বেদিতে চলছে সাফাইয়ের কাজ। সোমবার।—কল্পনা সূত্রধর

অবহেলায় ধুঁকছে এখন কবিগুরুর মন্দির

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : কবিগুরু দেবায়িত শিলিগুড়ির অদূরে ঠাকুরনগরে। রীতিমতো মন্দিরে দেবতার আসনে বসিয়ে ধূপকাঠি, প্রদীপ জ্বেলে, নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজোর আয়োজন হয়। ক্যালেন্ডার দেখে ২৫ বৈশাখেই শুধু নয়, পুজো চলে প্রতিদিন নিয়ম মেনে দু'বেলা। আজ, মঙ্গলবার রয়েছে বিশেষ আয়োজন।

সূচনা কুড়ি বছর আগে। কবিপুজোর জন্য ঠাকুরনগরে মন্দির স্থাপন করেন শরৎচন্দ্র দাস। কয়েক বছর আগে তিনি মারা যান। এরপর মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন স্বামী সুধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহারাজ। এলাকায় প্রচলিত গল্পগাথা মতে, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র দাস স্বপ্ন দেখেন কবিগুরু তাঁর কাছে পুজো চাইছে। এরপর তিনি ঠাকুরনগরে মন্দির গড়ে কবিগুরুর ছবি দিয়ে পুজো করতেন। ক্রমশ তার শিষ্য বাড়তে থাকে। পরে কবিগুরুর বড় মূর্তি আনা হয়। রবীন্দ্রজয়ন্তী ও প্রয়াণ দিবসে সাড়ম্বরে পুজো করার পাশাপাশি সেখানে মেলাও বসত। ভিড় হত। বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষ আসত। কিন্তু এখন সবই অতীত। এখন কেউ মন্দিরের খোঁজ রাখে না। তবে নিয়ম করে কবিগুরুর পুজো চলছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তপ্রাণ বাঙালি। কিন্তু মন্দিরে আসতে চান না। দিনের পর দিন অবহেলায় জঙ্গলে ভরেছে মন্দির চত্বর। যিনি দায়িত্বে আছেন তিনি শুধু পুজোটাই করেন। স্বামী সুধাকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহারাজ বলেন, ''আমি পুজো দিই দু'বেলা। আগে এখানে প্রতিদিন শিষ্যরা আসতেন। কিন্তু এখন কেউ আসতে চান না। আর নতুন প্রজন্ম কবিকে চেনেই না। তাই এই জায়গাটা খাঁ খাঁ করে। তবে আশা করি, পরিস্থিতির বদল হবে।''

ব্যবসায়ীকে অপহরণের চেষ্টা, তিরে বিজেপি নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, কোচবিহার : এক ব্যবসায়ীকে গুঞ্জবাড়ি এলাকা থেকে অপহরণের চেষ্টা অভিযোগে রবিবার রাতে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তবে ওই ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে বিজেপির দিনহাটা শহর মণ্ডল সভাপতি অজয় রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনায় যে গাড়ি ব্যবহার হয়েছিল, সেটা অজয় রায়ের। যদিও অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির ওই নেতা। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতোর। জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার জানান, একজন ব্যবসায়ীকে কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি থেকে অপহরণ করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। একটি গাড়িও আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এদিকে ঘটনাটি সামনে আসার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত পূর্ণভাবে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে লিখেছেন, 'গুঞ্জবাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে যে গাড়িতে সিআইএসএফ জওয়ান সহ দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গিয়েছে, সার্চ করে তার ডিটেলস পাওয়া গিয়েছে।' এই লেখার নিচেই তিনি একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন সেখানে একটি গাড়ি নম্বরের সঙ্গে অজয় রায়ের নাম 'মালিক' হিসেবে লেখা রয়েছে। কোচবিহার জেলার সিআইএসএফের নিরাপত্তায় বিজেপির দিনহাটা শহর মণ্ডল সভাপতি রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, মন্ত্রী ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সেই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলেছেন। যদিও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে উদয়ন গুহ বলেন, এটা কোন অজয় রায়, সেটা প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক। এ বিষয় অজয় রায় বলেন, সঠিক তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মন্ত্রীর কথা বলা উচিত। তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি পাল্টা বলেন, ''মন্ত্রী নিজেই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির স্ত্রীর গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন।'' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযান চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কলকাতার বাসিন্দা মানিক সরকার, নদিয়ার বাসিন্দা বাপন সাঁতরা এবং রাজস্থানের বাসিন্দা কুলদীপ জাহাঙ্গিরকে গ্রেফতার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

১৫ মে বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠকের সাফল্য নিয়েও সংশয় বিজেপির অন্দরে

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : কোনও ফর্মুলাই কাজে আসছে না। উত্তরে কার্যত অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। এমনকী, দলের অভ্যন্তরে বেড়ে চলা মতভেদ দূর করতে ১৫ মে থেকে পুরনো এবং নতুন কর্মীদের নিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠকের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটার সাফল্য নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠকে প্রত্যেকের বক্তব্য শুনে জেলা নেতৃত্ব নিচুতলার ক্ষোভ প্রশমিত করার চেষ্টা করবেন। দলের 'আদি' নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যে ঘরোয়া আলোচনায় প্রশ্ন তুলেছেন, জেলা কমিটির যে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে কোনও কথা শুনবেন নেতৃত্ব। উলটে সভাগুলোতে পুরনো কর্মীদের সত্যি ডাকা হলে গোলমালের শঙ্কা করছেন অনেকেই। যদিও ওই বিষয়ে বিজেপি নেতৃত্ব মুখ খুলছেন না। তাদের পালটা দাবি, সমস্যা কিছুই নেই।

বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কিষাণ মোর্চার উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক শ্যামচাঁদ ঘোষ বলেন, ''দলে সমস্যা কিছুই নেই। প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন দল থেকে যোগদান চলছে। পুরনো ও নতুন কর্মীদের মধ্যে যে সামান্য সমস্যা আছে সেটাও মিটে যাবে।'' কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব যাই বলুন না কেন, বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠকের কথা জানাজানি হতেই দলের পুরনো কর্মীরা ফের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে শুরু করেছেন। এর আগে দলে 'নব্য' বনাম 'আদি'-র সংঘাত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। কর্মীদের মধ্যে গণ ইস্তফার হিড়িক পড়ে। সেই আগুন এখনও নেভেনি। দলের 'আদি' কর্মীদের প্রধান অভিযোগ ছিল জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। সেটা মেল করে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও জানান তাঁরা। কিন্তু ফল কিছুই মেলেনি। এরপর পুরনো কর্মীদের বেশিরভাগ হাত গুটিয়ে বসে পড়েন। অনেকে সমান্তরাল ভাবে সাংগঠনিক কাজ চালাতে থাকেন। দলের এমন ছন্নছাড়া পরিস্থিতি দেখেই বিজেপির সাধারণ কর্মীদের বড় অংশ তো বটেই আলিপুরদুয়ারের বিধায়কও তৃণমূলে যোগ দেন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে শিলিগুড়িতে সাংগঠনিক বৈঠকে বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশালের নির্দেশ মেনে 'জেল ভরো' আন্দোলন এবং ধানের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে 'কিষাণ মান্ডি' অভিযানের কর্মসূচি নেন উত্তরের বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও পুরনো কর্মী ও নেতৃত্বের একাংশের দাবি, দুটো কর্মসূচিই 'ফ্লপ' হয়েছে। এর আগে বুথ কমিটি তৈরিতে চরম ধাক্কা খেতে হয়েছে দলকে। বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য এবং কিষাণ মোর্চার উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক জানান, উত্তরবঙ্গের আট সাংগঠনিক জেলায় ১২ হাজার বুথ রয়েছে। তার মধ্যে ৮০ শতাংশের কাজ শেষ হয়েছে। বেশি বুথ কমিটি রয়েছে দুই মালদহ এবং কোচবিহারে। যথাক্রম ২ হাজার ছয়শো এবং ২ হাজার দুশো। কিন্তু নেতৃত্ব ওই দাবি করলেও কান পাতলে শোনা যাচ্ছে দলের অন্দরে ঘনিয়ে ওঠা অভিযোগ, বেশিরভাগ বুথ কমিটি হয়েছে কাগজে-কলমে। দলের আভ্যন্তরীণ এমন বেহাল অবস্থায় বিধানসভা ভিত্তিক বৈঠকের সাফল্য নিয়েও সংশয় বাড়ছে।

অবশেষে জেলা পুলিশের সঙ্গে দেখা করলেন দণ্ডি কাণ্ডের 'অভিযুক্ত' প্রদীপ্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালুরঘাট : দণ্ডি কাণ্ডে সোমবার সকালে কার্যত লুকিয়ে জেলা পুলিশের সঙ্গে দেখা করলেন মূল অভিযুক্ত প্রদীপ্তা চক্রবর্তী। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারদিন আগে প্রদীপ্তাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিল পুলিশ প্রশাসন। সাতদিন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে এদিন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ সকলের অলক্ষ্যে বালুরঘাট সাইবার ক্রাইম থানায় যান প্রদীপ্তা। সেখানে ডিএসপি পদমর্যদার এক আধিকারিক তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আধঘন্টা পর কার্যত লুকিয়ে ফিরে যান প্রদীপ্তা। তবে এনিয়ে জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, বিষয়টি বিচারাধীন। তদন্ত চলছে। এনিয়ে কিছু বলা যাবে না।

অন্যদিকে এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ 'নাটক' বলে দাবি করেন বিজেপির নেতৃত্ব। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার বলেন, পুলিশ ও তৃণমূল মিলে নাটক সাজিয়েছে। এইসব আইনি নোটিশ কিংবা ডেকে পাঠানোটি 'লোক দেখানো'। এসসি-এসটি অ্যাক্টে প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করতে হবে। জেলা তৃণমূল নেতা তথা আইনজীবী সুভাষ চাকি জানান, দল ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন বিষয়টি আইনি। আইনের কোনও আদেশ বা প্রশাসনের কোনও পদক্ষেপ বিজেপির পছন্দ না হলে উচ্চ পর্যায়ে যাওয়ার রাস্তা আছে।

প্রসঙ্গত, তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়ে ফের তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন কয়েকজন মহিলা। তাঁদের মধ্যে তিন আদিবাসী মহিলাকে রাস্তায় দণ্ডি কেটে প্রায়শ্চিত্ত করতে দেখা যায় গত ৭ এপ্রিল সন্ধ্যায়। সেসময় জেলা মহিলা তৃণমুল সভাপতির পদে থাকা নেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীর নির্দেশ ও প্ররোচনায় এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই পরদিন প্রদীপ্তাকে দলীয় পদ থেকে অপসারণ করা হয়। গত ২ মে 'নবজোয়ার' কর্মসূচিতে জেলায় এসেছিলেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রদীপ্তার বিরুদ্ধে দলীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে যান তিনি। ওইদিনই বালুরঘাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হয় প্রদীপ্তাকে। এর দিন দু'য়েক পরেই জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে প্রদীপ্তাকে দেখা করতে বলা হয়েছিল। এদিন নির্দেশেই বালুরঘাটে সাইবার ক্রাইম থানায় গিয়েছিলেন তিনি।

পঞ্চায়েতে 'সুবিধাবাদী' বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ কেপিপি

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : কামতাপুরি আবেগ 'ক্যাশ' করে নিজেদের সুবিধা খুঁজে নেয়, আশ্বাস দিলেও কথা রাখে না। ওই অভিযোগে এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ কামতাপুর পিপলস পার্টি (কেপিপি)। 'কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি'র সদস্য সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর সঙ্গে জোট করেই তারা নির্বাচনে লড়াইর কৌশল নিয়েছে। দলের বুথ কমিটিগুলোকে জোট সঙ্গী দলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রার্থী তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কেপিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তথা কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক নিখিল রায় বলেন, ''পৃথক কামতাপুর রাজ্য ও ভাষার দাবি সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেভাবেই বুথ ও ব্লক কমিটিগুলো কাজ শুরু করেছে।'' এরপরই তিনি জানান, সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর সঙ্গে জোট করেই এবার লড়াই হবে। বিজেপিকে আর সুবিধা দেওয়া হবে না। কোনও আশ্বাসে লাভ হবে না। কাজ করে দেখাতে হবে। কেপিপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনে শুধুমাত্র বিজেপি নয়। তৃণমূলের সঙ্গেও আসন সমঝোতায় যাবে না কেপিপি। এদিকে কোচবিহারে অনন্ত মহারাজ ও বংশীবদনের সঙ্গেও হাত মেলাবে না। কেপিপি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বর্মন অভিযোগ করেন, ২০০৯ সাল থেকে বিজেপি কামতাপুরি আবেগ 'ক্যাশ' করে নিজেদের সুবিধা খুঁজে নিচ্ছে। ওই বছর দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় দফতরে বৈঠকে কামতাপুরি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত হয়েছিল। গেরুয়া শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লিখিতভাবে প্রতিশ্রুতি দেন দল ক্ষমতায় এলে কামতাপুরি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য সংসদে বিল আনা হবে। আজও সেটা হয়নি। এরপরই সুভাষবাবু বলেন, ''বিজেপি নেতৃত্ব শুধুমাত্র ভোটের জন্য উত্তরবঙ্গে আসেন। বিভিন্ন আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু কাজ করেন না। ওই কারণে পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হবে না।'' তিনি জানান, দল বিজেপি অথবা তৃণমূল কারও সঙ্গে নেই। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব দিক খতিয়ে দেখে এমন নামের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে যারা নির্বাচিত হলে বিক্রি হবেন না। কেপিপি ভোট প্রচারে রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ, ক্ষত্রিয় সমিতির মতো বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাহায্য নেওয়ার কথাও ভাবছে।

দ্রুত গবেষণা কেন্দ্র হবে মেডিক্যালে

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে প্রস্তাবিত মাল্টি ডিসিপ্লিনারি রুরাল হেলথ রিসার্চ ইউনিটের কাজ দ্রুত শুরু করতে উদ্যোগী কর্তৃপক্ষ। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড সেন্ট্রিক ডিজিসেসের (নাইসেড) তরফে তৈরি হওয়া এই গবেষণা কেন্দ্রের জন্য একটি তিনতলা দফতর আগে কর্তৃপক্ষের তরফে দেখানো হয়েছিল। সেখানের দ্বিতীয় তলায় গবেষণাগার তৈরির জন্য নাইসেড কর্তাদের অনুমতি দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। যদিও নাইসেড কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, তিনতলা পুরো দফতরটিই তাদের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় কাজ করা সম্ভব হবে না। সোমবার এই বিষয়ে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরে নাইসেড কর্তৃপক্ষকে তিনি আশ্বস্ত করেন, পুরো দফতরটি আগামী ১৫ মে-র মধ্যে খালি করে দেওয়া হবে। এরপর থেকে নাইসেড কর্তারা তাদের গবেষণা কেন্দ্রের কাজ শুরু করতে পারবেন। আশ্বাস পেয়েই কাজ শুরু করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে নাইসেড কর্তারা।

পরিদর্শনে সুমন

আলিপুরদুয়ার : শহরের বন্ধ হয়ে পরে থাকা মায়া টকিজ ও সুকান্ত মঞ্চ পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। আলিপুরদুয়ার শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপা রায়কে নিয়ে এদিন সুকান্ত মঞ্চ ও মায়া টকিজ পরিদর্শনে যান বিধায়ক। এদিন আলাদাভাবে স্থানীয় কাউন্সিলরকে নিয়ে সুকান্ত মঞ্চ পরিদর্শন করেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকারও। মায়া টকিজ ২০১৭ সাল থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন থেকেই বন্ধ রয়েছে সুকান্ত মঞ্চও। বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, "ুই সংস্কৃতি কেন্দ্র দীর্ঘদিন থেকে বন্ধ। এগুলি খোলার চেষ্টা চলছে।''

ভারতীয় সেনার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা কেন্দ্র করছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি : চিনা গতিবিধি নিয়ে চিন্তিত ভারত। এবারে সেই বিষয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গবেষণা কেন্দ্র শুরু করতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। এই নতুন গবেষণা কেন্দ্রের নাম প্রাথমিকভাবে 'নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সেন্টার অন ডিপ্লোমেসি অ্যান্ড ওয়ার'। বিশ্বব